নয়নলিপি

নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের
একটি দ্বিমাসিক সংবাদ-সংকলন

মাসিক সারসংক্ষেপ (বিগত নয় মাসের সাধারণ বর্ণনা)

২০২০ সালের সূচনায় আমরা সমগ্র বিশ্বের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থেকেছি। মার্চ মাসে আমরা পূর্ণ বিকশিত কোভিডের করাল থাবার বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি এবং লকডাউন ও পৃথকীকরণের মধ্যে দিয়েই 'নব্য স্বাভাবিক' পন্থায় আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। যদিও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমরা সকলেই এই নতুন ভয়াবহতার সঙ্গে নিজেদের মতো করে বিভিন্ন দিক দিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি, তবুও আমাদের সমাজের অনগ্রসর এবং অবহেলিত শ্রেণীই এই মহামারীর দুর্বিষহতা উপলব্ধি করেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই উপার্জন দৈনিক পারিশ্রমিক নির্ভর হওয়ায় তারা মারাত্মক ভাবে এই লকডাউনের শিকার হয়েছে। তাই এই সময় আমরা জনসাধারণের ট্রাস্ট হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভব করেছি। নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্ট থেকে আমরা বীরভূমের চৌপাহাড়ি জঙ্গল লাগোয়া সাঁওতালি গ্রামগুলোতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, সেখানকার সবচেয়ে বেশি অবহেলিত উপজাতীয় মানুষদেরকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে। বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই কঠিন সময়ে আমরা আমাদের সকল পুঁজি ও সংস্থান একত্র করে যথাসম্ভব কাজ করে গেছি।

৬ই এপ্রিল, ২০২০ – বিভিন্ন গ্রামে আমাদের রেশন বণ্টনের কাজ শুরু হয়। চার মাসে এক হাজার গৃহস্থালিতে আমরা খাদ্যশস্য বণ্টনে সক্ষম হয়েছি। অসংখ্য সহৃদয় ব্যক্তি যাদের সমর্থন ছাড়া এই কাজটা অসম্ভব ছিল, তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

মহামারীর প্রকোপে আমাদের পড়াশোনার ক্লাসগুলো বন্ধ থাকায় বাড়ির নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই আমরা পাঁচজন মেয়েকে নিয়ে বস্ত্র বুননের ক্লাস শুরু করি। আমাদের ট্রাস্টে সেলাই এবং এরকম অন্যান্য দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আমরা ছেলে-মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে তুলি।

এই লকডাউনে আমরা একটি আদর্শ গ্রামে কাজ করেছি, যার নাম – নিমবুনি। প্রকল্পটির দায়িত্বে এগিয়ে এসেছেন ইনার হুইল ক্লাব অফ্ ক্যালকাটা মেগাসিটি। সাতটি সংকটাপন্ন পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে। এন.এম.সি.টি এর তত্ত্বাবধানে পাঁচটি শৌচালয়, একটি সমাজ ভবন এবং সাতটি পরিবারের প্রতিটির জন্য একটি করে তরিতরকারির বাগান তৈরির মাধ্যমে আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

সেপ্টেম্বর, ২০২০ তে যখন লকডাউন আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় আমরা দশম শ্রেণীর জন্য একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা করি। আমরা সগর্বে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের দশম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

"যে মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করেছি প্রতিটি মানবদেহের মন্দিরেই ভগবানের অবস্থান, যে মুহূর্তে আমি প্রতিটি মানুষের কাছে ভক্তি সহকারে দাঁড়িয়েছি এবং তার মাঝে ঈশ্বর দর্শন করেছি, সেই মুহূর্তেই আমি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, যা কিছু বেঁধে রেখেছিল তা অদৃশ্য হয়েছে এবং আমি স্বাধীন হয়েছি।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

১৫ই অক্টোবর, ২০২০ তে এন.এম.সি.টি “বীরভূম লাল মাটির দেশ” আয়োজিত একটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে, যেখানে “উৎসবে আনন্দদান” আমাদের ১৫৩ জনের বেশি ছেলে-মেয়েকে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র প্রদান করেছে। সারা বাংলায় সানন্দে পালিত হওয়া সার্বজনীন উৎসব দুর্গাপুজো। শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্যে দুই সংস্থার এই সম্মিলিত প্রয়াসের অংশ হতে পেরে আমরা আনন্দিত। কিছুদিন পরেই ১৯ ও ২০ অক্টোবরে চারশো জনের বেশি ছেলে-মেয়েকে নয়নতারা পুজোর জামা হিসেবে নতুন বস্ত্র প্রদান করে। এই মহৎ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসা সকল অনুদানকারী এবং শুভানুধ্যায়ীদেরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

লকডাউনের এই প্রতিবন্ধক পরিস্থিতির মধ্যেও ১৪ই নভেম্বর, ২০২০ অর্থাৎ শিশু দিবসে আমরা পাঁচশোর বেশি শিশুকে খাওয়াতে সমর্থ হয়েছি। যথাযথ কারণেই আমরা পাঁচশো জনকে একত্রিত করতে পারিনি, তাইই আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা উপযুক্ত নিরাপত্তা বিধি পালন করে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সহ চারটি ভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে পাঁচশো জন শিশুকে খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে। দু’জন CETian বালাসুব্রামানিয়াম রাজু এবং মোনালি বালার অর্থনৈতিক সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। তোমাদের অবদান এবং সমর্থনের জন্য আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ।

ঠিক এক মাস পরেই অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের ট্রাস্ট “সুখচর পঞ্চম” নাট্যদলটি আয়োজন করে। “খয়েরডাঙা থিয়েটার ওয়ার্কশপ” আনন্দমুখর ইভেন্টে “সুখচর পঞ্চম” আমাদের ট্রাস্টের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি নাট্য-কর্মশালা পরিচালনা করেছিল। ট্রাস্টের শিশুরা পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে সৃজনমূলক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।

হিমেল ডিসেম্বরের কঠিন শীতে আমরা ‘পরিবার’ সংস্থাটির সঙ্গে একটি ইভেন্টের আয়োজন করতে পেরে গর্বিত। অবহেলিত শিশুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মুক্ত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল ‘পরিবার’। ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর পরিবার আশ্রম পাঁচশো ছয় জনকে কম্বল প্রদান করেছে। আসানসোলের ‘মার্ক’ নামক একটি সংস্থা অমায়িক ভাবে আমাদের ট্রাস্টকে দু’টি কম্পিউটার প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র এন.জি.ও এন.এম.সি.টি সকল প্রকার ও আকৃতির অনুদান সানন্দে গ্রহণ করে। আমাদের ১১২ জন ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য ও সোয়েটার প্রদান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুমন সরকার ও তার বন্ধুদেরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্ষব্যাপী সাহায্য করে চলা সকল অনুদানকারীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যাদের অবদান ছাড়া আমাদের সাফল্যমণ্ডিত কাজগুলোর কোনোটাই সম্ভব ছিল না। এই সংকটময় ও অনিশ্চিত বছরে এন.এম.সি.টি ১১৫ জন শিশুকে শীতবস্ত্র প্রদান করেছে। এইভাবে সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার।

“যত বেশি আমরা বাইরে গিয়ে অন্যদের ভালো করব, আমাদের হৃদয় ততই বিশুদ্ধ হবে এবং ভগবান সেখানে
বাস করবেন।”
- স্বামী বিবেকানন্দ

Nayantara Memorial Charitable Trust

নয়নতারার মানুষদের কথা

আসুন, নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় করে নিই। আমাদের কাজ শুধুই সামগ্রিক সমাজের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, বরং ব্যক্তি বিশেষে তা নির্দিষ্ট। ব্যক্তিগত গল্পেরাই আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করে দেয় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে পরিশেষে আমরা সকলে পরস্পর পরস্পরের সাথে মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ। অভাবী শিশুদেরকে সুস্থ ও সুন্দর কার্যকরী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে লালন করে সুউচ্চ স্থানের অধিকারী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। তাদের সাফল্য এবং ব্যক্তিগত জয়েই আমাদের আনন্দ। ওদের হাসিটাই আমাদের প্রাপ্তি।

এই মাসে আমরা পরিচয় করাচ্ছি জবা হেমব্রমের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের জামবুনি গ্রামের এক মেধাবী মেয়ে সে। তার তিন বোন ও বাবা-মা দৈনিক শ্রমিকবৃত্তি করেই উপার্জন করে। ছয় জন সদস্যের সংসার চালিয়ে দৈনিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করা আসমান হেমব্রমের পক্ষে মেয়েকে খুব বেশি আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। জবা নয়নতারার প্রথম ব্যাচের ছাত্রী, যে পরিবার এডুকেশনাল সোসাইটির বিনামূল্যে আবাসিক স্কুলে যুক্ত হয়। বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং সংগ্রাম সত্ত্বেও পরিবার এবং নয়নতারার সহায়তায় জবা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে এবং সাফল্যের সঙ্গে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিজ্ঞান বিভাগে ৮৭ শতাংশ নম্বর সহ সে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে। এখন আমরা সগর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আওতাধীন জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফেরি (জি.এন.এম) কোর্সে জবার নির্বাচনের সংবাদে আনন্দমুখর হয়েছি। তার আপন অধ্যবসায় এবং মেধাতেই সে এই সম্মানীয় কোর্সে স্থানার্জন করেছে। আমরা নিশ্চিত যে এই কৃতিত্ব তার ভবিষ্যতের জন্য একরাশ সুযোগের দ্বারোদ্ঘাটন করবে। এ মাসে আমরা তার এই জয় উদযাপন করি। আমরা অধ্যবসায়ের কদর করি।

“মানুষের সেবাই হলো ভগবানের সেবা।”

- স্বামী বিবেকানন্দ

নয়নতারার ফুটে ওঠার গল্প

দরজার পেছনে ভাই-বোনরা অপেক্ষা করছিল। তাদের আদরের দাদা বাচ্চুর বিয়ে। তাই মোটা টাকা পাওয়ার আশায় ওরা অধীর আগ্রহে উতলা হয়ে উঠেছিল, যা দিয়ে ওরা পরে একটা দারুণ নৈশভোজ কিংবা চলচ্চিত্র উপভোগ করত। এটা যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসা বাঙালি বিবাহের একটা অহিংস সংস্কৃতি। প্রথা অনুসারে, বরের ভাই-বোনরা বরকে বউ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। বরকে বেশ কিছু মুক্তিপণ ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তাদের হাতে দিয়ে সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে হয়। এক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ওৎ পেতে অপেক্ষা করা ভাই-বোনদের হাতে তাদের আদরের দাদা একটা একশো টাকার বান্ডিল দিল, যেখানে সর্বমোট চার হাজার টাকা ছিল।

ঘটনাটা ২০০১ সালের, যখন চার হাজার টাকার মূল্য নেহাত কম ছিল না। ভাই-বোনদের কারোর কাছেই এই বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশিত ছিল না। আনন্দের জোয়ারে একটা ঘরে বসে শুরু হল তাদের পরিকল্পনা। এই বিশাল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তারা কী খাবে? কোন চলচ্চিত্রটাই বা দেখবে? তাদের জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। অবশেষে মুন্নু (মৌসুমি) একটা দারুণ ভাবনা প্রকাশ করল, "আমরা এরকম টাকা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে খেয়ে আর আনন্দ করেই সব শেষ করে দিই। এবার যদি আমরা এই বিশাল টাকাটা কোনো ভালো কাজের জন্য, কোনো পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তুলে রাখি, তাহলে কেমন হয়?" সকলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। সেই ভাবনার ধারা সকলের মাথায় ঘুরপাক খেতেই সেই ঘরে ওদের হইচই এ লাগাম পড়ল। ওরা সবাই, বিশেষ করে চার বোন – মুন্নু (মৌসুমি), টুবলি (সুজাতা), লোনা (মহুয়া), বাবলি (সুমিতা) একটু বেশিই গম্ভীর হয়ে পড়ল। মুন্নু বলে চলল, "দেখ, আমাদের প্রিয় নয়নতারার (মিনি) প্রসবের সময় সমস্ত রকম আধুনিক চিকিৎসা দেওয়া সত্ত্বেও আমরা তাকে বাঁচাতে পারিনি। তাহলে ভাব যে সব মায়েদের কোনো রকম স্বাস্থ্য পরিসেবা নেওয়ার ক্ষমতা নেই অর্থাভাবের কারণে, তাদের কি অবস্থা! চলো না আমারা নয়নতারার মত গর্ভবতী মায়েদের জন্য কিছু করি।"

"ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

আগামী দিনের কাজ :

১. নেতাজী জয়ন্তীর প্রভাতফেরি

২. প্রজাতন্ত্র দিবস

৩. ২৯শে জানুয়ারি - সুখচর পঞ্চম কর্তৃক প্রশিক্ষণ

৪. ৪ঠা ফেব্রুয়ারি - স্বামীজির তিথিপুজো

৫. ১৬ই ফেব্রুয়ারি - সরস্বতী পুজো

ক্রমশ.....

কৃতিত্ব :

তথ্য সংগ্রহ : তন্নিষ্ঠা চক্রবর্তী
কলমে : প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া
অলংকরণ : সায়ন্তনী মজুমদার